জুলাই সনদকে সাংবিধানিক নয়, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে চায় বিএনপি



সংগৃহীত ছবি

জুলাই সনদ'কে সাংবিধানিক স্বীকৃতির আওতায় আনতে চায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার,এনসিপি এবং জামায়াত। তবে বিএনপি সাংবিধানিক নয়, বরং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েই কার্যকর করতে চাই। সোমবার রাতে বিএনপির নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।এই বৈঠকে ঐক্যমত কমিশনের সংলাপ বিষয়েও আলোচনা উত্থাপন করা হয়। জুলাই সনদের খসড়া এরই মধ্যে বিএনপিসহ ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে পাঠানো হয়েছে। আগামী ৫ আগস্টের মধ্যে মতামত নিয়ে তা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। বিএনপির নেতারা মনে করছেন, সনদে 'চব্বিশের জুলাই' গণঅভ্যুত্থানকে গুরুত্ব দিলেও, বিগত ১৫ বছরে দলটির আন্দোলন-সংগ্রাম, গুম-খুনের বিষয়গুলো উপেক্ষিত হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের অবদানও যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন নেতারা।

বৈঠকে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ ঐকমত্য কমিশনের সংলাপের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। এ সময় নেতাদের মধ্যে অনেকে অভিযোগ করেন, সনদটি একপেশেভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং শেখ হাসিনার শাসনামলের নিপীড়ন-নির্যাতনের ঘটনাগুলোও বাদ পড়েছে।

এছাড়া বৈঠকে সংসদে উচ্চকক্ষ গঠন, নারী আসনে নির্বাচন পদ্ধতি, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্যসহ কিছু অমীমাংসিত বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। এসব বিষয়ে বিএনপি আগের অবস্থানই বহাল রেখেছে। দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, উচ্চকক্ষ ও নারী আসনে বণ্টন যেন সংসদের আসন সংখ্যার অনুপাতে হয়। তবে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)' গঠনের বিরোধিতা করেছে বিএনপি।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, "নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব ও জবাবদিহি সংসদ এবং জনগণের কাছে থাকলেও কার্যকর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কর্তৃত্বও প্রয়োজন। এনসিসি গঠন নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারে।"

বৈঠকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ড. মোশাররফ হোসেন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, নজরুল ইসলাম খানসহ শীর্ষ নেতারা।

এদিকে, জুলাই সনদের খসড়াকে 'অসম্পূর্ণ' উল্লেখ করে জামায়াতে ইসলামী বলেছে, নির্বাচিত সরকারকে দুই বছরের মধ্যে সনদ বাস্তবায়নের প্রস্তাব 'বিপজ্জনক'। মঙ্গলবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংলাপের বিরতিতে জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, "যেসব বিষয়ে সংলাপে একমত হয়েছি, সেগুলো বাস্তবায়নের আইনি ভিত্তি থাকতে হবে। অধ্যাদেশ বা গণভোটের মাধ্যমে জনগণের অনুমোদন নিতে হবে।"

এছাড়া, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক জাভেদ রাসিন বলেন, "যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হচ্ছে, সেগুলো আইনি কাঠামোর মধ্যে এনে নির্বাচনের আগেই বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দিতে হবে। অন্যথায় এনসিপি 'জুলাই সনদ' গ্রহণ করবে না।" তিনি আরও বলেন, "ছয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি আলোচনা ছাড়াই খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়।"